পরিশিষ্ট- ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

এবং

সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৬ - জুন ৩০, ২০১৭

সূচিপত্র

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৬
সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১৩
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১৪
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা	১৭

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Departement of Disaster Management)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দেশের জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। দুর্যোগজনিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রণীত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ এর আলোকে গত ৩ বছরে মোট ২৪০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে (এসওডি) ঝুঁকিহ্রাসমূলক কর্মসূচি, জরুরি মানবিক সহায়তা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প ও সুনামি অধ্যায় সংযোজন করে বাংলায় প্রকাশ করা হয়েছে। আইভিআর প্রযুক্তি আরও উন্নয়নের মাধ্যমে যে কোন মোবাইল ফোনে ১০৯৪১/১০৯০ নম্বরে ডায়াল করে হালনাগাদ দুর্যোগের পূর্বাভাস ও আবহাওয়া বার্তা জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রামীণ ফোন ও টেলিটক থেকে এ সেবা টোল ফ্রি করা হয়েছে। অতি দরিদ্রদের কর্মসূচির আওতায় গত তিন বছরে প্রায় ২২.০০ লক্ষ হতদরিদ্র গ্রামীণ কর্মহীন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বছরে দুই মৌসুমে ৪০ দিন করে মোট ৮০ দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যার এক তৃতীয়াংশ মহিলা। যে কোন দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য Damage and Need Assessment (DNA) Cell এবং যে কোন আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণে Multi-Hazard Risk Vulnerability Assessment (MRVA) Modeling & Mapping Cell প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস, অগ্নিকান্ড ও ভূমিধ্বস সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং নতুন নতুন দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হল বিভিন্ন আপদের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগে জনগণের করণীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ মোকাবেলায় কলা-কৌশল রপ্ত করা, গবেষণা ও প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত সার্বিক পরিকল্পনা। আরেকটি সমস্যা হল বিভিন্ন সংস্থার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সমন্বয়হীনতা। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় একান্ত অপরিহার্য।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫ এর ময়োদ ২০১৫ সালে অতিক্রান্ত হয়েছে বিধায় ২০১৬-২০২০ মেয়াদের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। দুর্যোগ কবলিত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে এবং গ্রামীণ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে। এছাড়া, দুর্যোগ কবলিত জনগণের ঝুঁকিহ্রাসকল্পে উপকূলীয় এলাকায় আরও ২২০টি সাইক্লোন শেল্টার এবং বন্যা কবলিত এলাকায় ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। জনগণকে সচেতন করার জন্য সারাদেশে দুর্যোগ মহড়া ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা হবে। DNA Cell এর মাধ্যমে যে কোন দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ অনলাইনে সম্পন্ন করা হবে। MRVA Cell এর মাধ্যমে যে কোন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আপদের ঝুঁকি মানচিত্র ব্যবহারে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করা হবে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট-এর সাংগঠনিক কাঠামোর খসড়া চূড়ান্তকরণ;
- ৭.৫০ লক্ষ অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- নতুন বহুমুখি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;
- ভূমিকম্প এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;
- দুর্যোগ স্বেচ্ছাস্বেকদের প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ;
- দুর্যোগ পরবর্তী ধ্বংসস্তুপ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ৩২ হাজার মিটার ব্রিজ/কালভাট নির্মাণ;
- অনলাইনে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ;
- বিভিন্ন আপদের ঝুঁকি মানচিত্র ব্যবহারে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করণ।